আজকের কাগজ ৭২
তারিখ 3 1 AUG 1992
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস আবারো গুলির শব্দে প্রকম্পিত ।। হত ১ ।। ৪ জন বুলেট বিদ্ধ

কাগজ প্রতিবেদক : গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবদমান দু'টি দু'গ্রুপের মধ্যে বন্দুক যুদ্ধে ১ জন নিহত এবং ৪ জন আহত হয়েছে। আহতরা সকলেই ঢাকা বিশ্বদ্যালয়ের ছাত্র। যুদ্ধক্ষেত্রের সীমানা ছিলো সূর্যসেন হল, প্রশাসনিক ভবন, নিপা ভবন, আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস, জসিমউদ্দিন হল ও জিয়া হল চত্বর। ঘন্টাব্যাপী এই যুদ্ধে পুলিশ ৫/৬ রাউন্ড রাবার বুলেট ও ২০ রাউন্ড টিয়ার গ্যাস ছুড়েও হত্যাকান্ড এড়াতে পারেনি। বন্দুক যুদ্ধে উভয় পক্ষের মধ্যে ১৫০ রাউন্ড গুলি বিনিময় হয়।

নিহত ব্যক্তিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্র বলে কর্তৃপক্ষীয় সূত্রে জানা গেছে। কিন্তু নাম জানা যায়নি। সূর্যসেন হলের সামনে সে গোলাগুলির দৃশ্য দেখছিলো, হঠাৎ একটি গুলি তার বাম পাজরে লেগে পেছনে দিয়ে বেড়িয়ে যায় ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু ঘটে। গুলিবিদ্ধ আহতদের মধ্যে দ্বিতীয় বর্ষের পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র জাহিদুর রহমান ও আলী হোসেন মাষ্টার্স প্রথম পর্ব ইতিহাস ও ফরিদুজ্জামান ইসলামি শিক্ষা বিভাগের মাষ্টার্স পরীক্ষার্থী ছিলেন। তারা সূর্যসেন হলের সামনে গুলিবিদ্ধ হয়। পরিসংখ্যান দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আসাদুজ্জামান চপল জিয়াউর রহমান হলের কাছে গুলিবিদ্ধ হয়। সূর্যসেন হলের আবাসিক ছাত্র জাহিদুর রহমান বুকে বুলেট বিদ্ধ হয়। তাকে মহাখালী বক্ষব্যাধি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আলী হোসেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং চপল ও ফরিদুজ্জামানকে প্রাইভেট ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে। আলী হোসেন মাথায় এবং চপল পায়ে বুলেট বিদ্ধ হয়। বুলেট বিদ্ধ ফরিদুজ্জামানের আজ মাষ্টার্স পরীক্ষা ছিলো। সে জসিম উদ্দিন হলের ৪১১ নম্বর কক্ষে থাকতো। গতকাল দুপুরে সূর্যসেন হলের ক্যান্টিনে খেতে এসে বের হওয়ার সময় সে গুলিবিদ্ধ হয়।

ক্যাম্পাস সূত্রে জানা গেছে ছাত্রদলের উভয় গ্রুপ গতকাল ক্যাম্পাসে বিশেষ করে ডাকসু ভবন ও মধুতে উপস্থিত হয়। উভয় পক্ষকে মধুর ক্যান্টিনে পাশাপাশি টেবিলে বসে আলাপ আলোচনা করতে দেখা যায়। কিন্তু বেশ কয়েকদিন পর ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল মালেক ক্যাম্পাসে আসলে তার গ্রুপের মনোবল বেড়ে যায়। সাঈদ- সোহরাবের নেতৃত্বাধীন গ্রুপ বিষয়টি আঁচ করতে পেরে ক্যাম্পাস থেকে তাদের দখলকৃত সূর্যসেন হলে সশস্ত্র অবস্থান নেয়। ইলিয়াস গ্রুপের সশস্ত্র তরুণরা কলাভবনের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় ছাত্রী কমনরুমের কাছে ৪/৫ রাউন্ড গুলির শব্দ শোনা যায়। সঙ্গে সঙ্গে ইলিয়াস গ্রুপের সশস্ত্র তরুণরা লেকচার থিয়েটার নিপা ভবন ও আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসের কাছে এবং সাঈদ গ্রুপ সূর্যসেন হল প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে পরস্পরের ওপর গুলি চালাতে থাকে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বন্দুকধারীরা গেরিলা কায়দায় ক্রোলিং করে গাছের আড়ালে ভবনের দেয়াল ও পিলারের আড়ালে, অবস্থান নিয়ে গুলি চালাতে থাকে। অস্ত্রধারীদের এলোপাতাড়ি গুলিতে সূর্যসেন হলের সামনে চায়ের দোকানের কাছে অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির বুকে গুলি লাগে। গোলাগুলির মধ্যে দু'জন লোক তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। যুদ্ধের সমুদয় কর্মকান্ডই পুলিশ দর্শক সারিতে বসে উপভোগ করে। অবশ্য শেষের দিকে জসিম উদ্দিন হলের দিকে কয়েক রাউন্ড রাবার বুলেট ও টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ে।

ছাত্রদলের দু'গ্রুপের বন্দুকযুদ্ধ ক্যাম্পাসে এক ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, অনার্স ও মাষ্টার্স পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিলো ১টা ৩০ মিনিটে. কিন্তু গোলাগুলির কারণে আধা ঘন্টা পর তা শুরু হয়। সূর্যসেন হল, জসিম উদ্দিন হল, জিয়া হল ও মুজিব হলের অনেক পরীক্ষার্থী 'পরীক্ষা' শুরু হওয়ার পর পরীক্ষা হলে পৌছে। শংকাকুল পরিবেশে তারা পরীক্ষায় অংশ নেয়।

বন্দুকযুদ্ধ শেষে সাঈদ- সোহরাব গ্রুপের কর্মীরা ক্যাম্পাসে মিছিল বের করে। তারা ইলিয়াস ও মালেকের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয় এবং ডাকসু ভবনের সামনে এক সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন আওলাদ হোসেন খোকন, নুরুল ইসলাম ও খোকন। বক্তারা এ ঘটনার জন্যে ছাত্রদলের ইলিয়াস- মালেককে দায়ী করেন এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে বিএনপি উচ্চ মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যুদ্ধশেষে বিশাল পুলিশ বহর জসিমউদ্দিন হল ও সূর্যসেন হল তল্লাশি করলেও কোনো কিছু উদ্ধার করতে পারেনি। এদিকে অনার্স ও মাষ্টার্স পরীক্ষার্থীরা দারুণ উদ্বেগের মধ্যে কাটাচ্ছে। হলের সামনে বিপুল সংখ্যক পুলিশ থাকলেও হলের ভিতরে রয়েছে অস্ত্রধারীরা। যে কোনো মুহূর্তে আরো মারাত্মক সংঘর্ষ বাধতে পারে। উল্লেখ্য ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি নিয়ে বহুদিন যাবৎ উত্তেজনা চলছিলো। গতকালের ঘটনা সেই দ্বন্দ্বেরই সশস্ত্র রূপ।